



শ্রী প্রবীণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

প্রণীত ।

কলকাত্তা ।

১৩১১ ।

ILLUSTRATED

BY

BROJENDRA NATH PAUL,

ARTIST.

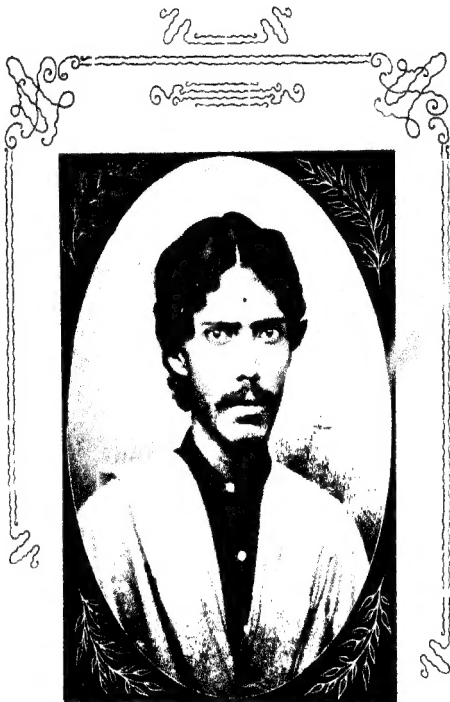
Banjetia Exhibition Gold medalist.

PUBLISHED BY

NIRANJAN KUMAR SEN, B.A.,

Behrampore, Bengal.

All rights reserved
by the Author.



Shriyate namah

Printed by B. PAL. 1904
B. K. Press, Madras

Mohila Press

উৎসর্গ ।

আমার

কাব্য জগতের প্রধান সুহৃদ

জ্যেষ্ঠ মতোদ্রোপম

কবি শ্রীবৃদ্ধ রমণীমোহন ঘোষ বি, এল,

মহাশয়ের করকমলে

এই ক্ষুদ্র পুস্তক সাদরে

অর্পিত হইল ।

প্রিয়নাথ ।



সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। আবাহন +	১
২। কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি	৪
২। উবা +	৫
৪। করনা	৮
৫। লাক্ষ্মণী	৯
৬। সূধাওনা মোরে	১০
৭। পাপলিনী	১২
৮। প্রেম +	১৫
৯। ভিখারী	১৭
১০। বিদায়	১৯
১১। অতিথি	২২
১২। চাঁদের উক্তি	২৪
১৩। সংসারে	২৭
১৪। আক্ষেপ	২৯
১৫। হতাশ প্রণয়	৩১
১৬। আসিওনা আর	৩৪
১৭। আহ্বান	৩৬
১৮। পল্লভবন	৪০
১৯। যমুনাকূলে	৪২
২০। চৌকুগেল পাখী	৪৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
২১। ভগবৎকবির গান ...	৪৮
২২। সিদ্ধুতীরে ...	৫১
২৩। বর্ষার ...	৫৪
২৪। স্বপনে ...	৫৫
২৫। প্রাবণের পত্র ...	৫৭
২৬। চন্দ্রালোকে ...	৬০
২৭। তুমি ও আমি ...	৬২
২৮। অভিমান ...	৬৫
২৯। অস্তিম বাসিনা ...	৬৮
৩০। হেমন্তে ...	৭০
৩১। প্রয়াণ ...	৭৩
৩২। রাখা ...	৭৬
৩৩। ভারদেশে ...	৭৯
৩৪। বসন্তশেষে ...	৮১
৩৫। হৃৎথে শান্তি ...	৮৩
৩৬। দেবী ...	৮৭
৩৭। স্তব্ধতারী + ...	৮৯
৩৮। শেষ আশা ...	৯২

•
 জাগো জাগো হে বীণা আমার !
 অবাস্তব কাহিনী মোর তোমার সঙ্গীতে
 ধ্বনিত হউক প্রাণস্পর্শী রাগিণীতে,
 করুণা জাগা'য়ে জন্মে তা'র ।
 যদিও সে উচ্ছেদ সমাসীনা,
 নিশ্চয় আমি, বল তা'রে বীণা
 এমনি বিভিন্ন সুরে কঙ্কারিত মুচ্ছনা তোমার ।

* * *



বীণাপাণি ।

Designed by B. Pal, Artist.
Berkhamstead.

Nishita Press.
CALCUTTA.

উষা ।

আবাহন ।

দুর্গ-বীণাটি করে ল'রে তুমি

এসগো কিরণময়ি ।

আমার হৃদয়-ভূধরের মাঝে

এসমা জননি অয়ি ।

যেবে ঢাকা ছিল আমার জীবন,

চপলা-দীপ্তি হাসেদি কখন,

আজি কি তুমি অরণ কিরণ

বিকশি' উঠিছে ওই ।

দুর্গ বীণাটি করে ল'রে তুমি

এস সঙ্গীতময়ি ।

আমার চিত্ত-নির্ঝর-পানে

ওগো সঙ্গীতরাপি,

কণেক বসমা শুক্ল-বসনা

কোলে রাখি' বীণাখানি ।

বিবাহ ভাঙ্গেন বিদ্যা'র বাগিনী,
 বাগিনী বসে বসে বাগিনী,
 বাগিনী বসে বসে বাগিনী,
 বাগিনী বসে বসে বাগিনী
 বাগিনী বসে বসে বাগিনী
 বাগিনী বসে বসে বাগিনী

হেবার ব্যারেক্ট এসে গেল।
 তিনি গেলেন।
 হেবার ব্যারেক্ট এসে গেল।
 তিনি গেলেন।

ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ।
 ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ।
 ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ।
 ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ।
 ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ।

কোনো ব্যাপারে উদ্বাহসে ওই
স্বাভাবিক বলে।

যেহেনা হা আনু তাকিহা আনায়ে,
আনায়ে মরম নৌরে !
চিরদিন কবি করিও ভজন
কহন-নিবন নৌরে ।

1997

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1992

गणेशाय नमः ॥

1990年 12月 10日

LEADER

▲ 廣告費

কবির বীণা বাজার প্রতি ।

কবি বিজ্ঞানে কবি জ্ঞানের আনন্দে,
বরপুত্র কবি বীর হয়ে কবিরত্ন ;
বাঁচি'ছে সে বর্ষা গীতের জল করে,
উঠি'ছে অমিয়া মাথা সুমধুর স্বর ।
মূচ্ছনার মূচ্ছনার কঠ মিলাইয়া
তুমি পাহিতেছ মাত, নন্দীতের তানে
বিতোর অগ্ন, মুখ নয়নারী হিয়া ;
অপূর্ব প্রেমের স্রোত বহে বার প্রাণে ।
তোমার বীণার সুরে কবি-কুলবনে
হুটি' উঠে কুল কুল, বসন্ত শব্দ
আমোদিতা বহে বার, নয়নের কোমলে
ধীরে ধীরে ছেলে-আঁধারে বিচিত্র স্বপন ।
আমি বে পাগল, কবি নন্দীতে জোড়ায়,
তোমারি সে বীণা তব' শিখিছি বজায় ।

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ ।

গ্রাম্য জনতার বেতে নারি বসি জন,
 শাসনিনী, কোথা পাবে বিদগ্ধ এমন।
 বাহা আছে মোর পরে, সতলে সিন্ধুর তোরে,
 পত ফল—হৃদয় জন,
 আবরিতে তরুণাঙ্গ মলিনাঙ্গ হিঁস আসি,
 শাসনিনী, হ'ওনা বিদগ্ধ।
 বসন অকল ল'য়ে ভূমি বেম লাজ ভরে
 টেনে দিও তব বকোপরে,
 কোকিল শাখীর গরে ডাকিবে আকুল করে
 দুহুঃ হুঃ তেমিয়ারি নিঃসরে।

বিদগ্ধ এ হাজার জগল মিলনপর আসে
 নহলে কপল বহি হৃদয়কর আসে,
 অশ্রুত দুহাও জেগে, সাজ হইল হৃদি বাধা,
 অকলাব করবরা পয়সার।
 সজ্জা বহি হ'লে আসে বসি' আসি তব পাশে
 কেবল তব সাজেই হাসিই,
 আকাশে খেলিবে চাঁদ পাড়িয়ে প্রেমের কীৰ্ত্তি,
 সতলে হাসিবে কুহিলিনী।
 দুখে, চক্রে, বকে, চূলে, করে-পড়া বন ফুলে
 বনধেবী সাজাইবে তোরে,

কিয়ার শিকল খসে বিস্ময় কবিতায় কাঁদে,

কিয়ার শিকল খসে বিস্ময় কবিতায় কাঁদে,

কিয়ার শিকল খসে বিস্ময় কবিতায় কাঁদে,

কিয়ার শিকল খসে বিস্ময় কবিতায় কাঁদে,

কিয়ার শিকল খসে বিস্ময় কবিতায় কাঁদে,

এস হেথা হে দুলাবি, 'কিয়ার শিকল খসে'

কিয়ার শিকল খসে বিস্ময় কবিতায় কাঁদে,

এই বৈশাখ ১৩০৮।



(২৭)

Designed by B. Pal, Artist.
Berhampore.

Nobila Press.
CALCUTTA.

প্রেম ।

আজি কে তুমি বলনা কল্যাণ কাননে মোর .

মোহিনী বেশে,

কুল কুল কানে হোলে, কুলক মালাকা গলে,

কুলবীণা ধরে কোলে দাঁড়ালে এসে ।

কুলে তুহিত কার, কুলক মালাকা গলে,

কুলে লুটি'ছে গায়, কুলে কেশে ।

আমার কৈশোর জোরে কে তুমি বলনা মোরে

জাকিলে কুলে নরে কল্যাণবেশে ।

আজি কে তুমি বলনা কল্যাণ কাননে মোর

দাঁড়ালে এসে !

আজি শারদচাঁদিনি যেন উঠে'ছে কুটীরা মোর

জীবনাকাশে ।

তুহিত চকোরী প্রায় বিকোর বাসনা হায়,

আকাশের পানে যায় হুয়ার আশে ।

কুটীরা উঠে'ছে কুল, কুলক মালাকা গলে,

সরসে কুলক মালাকা গলে ।

আজি যেন হুখ মোরে নরন আসিছে তরে,

কি জানি কাহার তরে কি নব আশে ।

আজি শারদ চিত্রিত

এই কালকে কলিঙ্গ যোগ

কালকালক

আজি কে তুধি এসে

জানো কি বৌবরের হাণী

বাছাও গো বীণাফল

কিছু লহরী তাঁর

বুঝে লহরী তার সঙ্গীত

নিরাশার ক্রিয়াকর্ম

আমার বসিন প্রাণ

পারিবে আমার দান করুক

মেথিব সে মিলি ফের

কুটিলে স্বপন ঘোর

হাসিছে কিয়ৎ দৈবর আশার করে

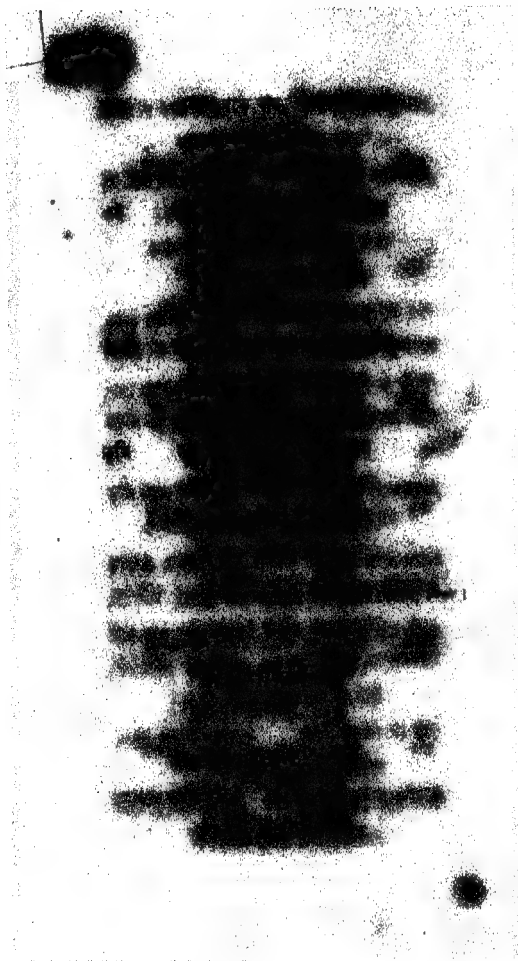
আজি কে তুধি এসে

জানো কি বৌবরের হাণী

বুঝে পাবে

১৫ই কার্তিক, ১৩০৭।

[illegible]



100

100

1990

1990

CONCLUSIONS

THE

100-443887-100

[illegible]

100

100

হৃদয়ার কত কথা, কত অসিদ্ধাঙ্কুরতা,
 আমার হৃদয়ে "স্বপ্ন বাণ"।—
 সে দিন নিরাকার ভাসে, তুমি নদী অকস্মে,
 কত অসিদ্ধাঙ্কুরতা, কত অসিদ্ধাঙ্কুরতা !

কেন যদি তুমি বসে থাকে।
 আজি কি পড়িবে কবিতা, পড়িবার পুস্তক
 দূর-বুড়ি ব্যর্থের কবিতা :
 আমি সে ঘোবন আঁকে 'বেলা করি' তোমা সাথে
 এসেছি হারায়ে তোমার,
 তুমি কেন লবতনে বসাইলে সিংহাসনে,
 কেনে মিলে স্বপ্ন আমার !
 বাধিলে প্রণয়-ভোরে, সুখের স্বপ্ন-ঘোরে
 করে' এল আমার নয়ন,—
 বিশ্ব ভূবে গেল বীরে অতল অস্তির নীরে,
 আসে শুধু তোমারি বদন ।

আজি শুধু তোমার আসে কল।—
 তোমার স্বপ্ন-ঘোরে তোমার স্বপ্ন-ঘোরে কোন্‌ স্রোতে,
 ছবি-কেনি-কেনি পল পল !

হরতাল ও দুনিয়ায় আন্দোলন-আন্দোলন করে,
 আন্দোলন করে করে করে;
 হরতাল নিয়ে করে করে করে,
 আন্দোলন করে করে করে।
 আমি যে পারি না আর করে করে করে-ভার,
 সবচেয়ে করে করে করে;
 হরতাল করে করে করে, করে করে করে-ভার,
 করে করে করে, করে করে করে।

১৯৫৬, ১৯৫৭।

নিশি

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

কোখিল বকন

চাঁদের ডাক ।

বাই, উবে চাঁদের দায়
নয়ন ভূষিত, পরাণ আকুল,
কেমনে তোমাতে পাই ।
কত বসিরায়ে নরনের কল,
ব্যাধুস্বপ্ন স্বপ্ন টির-চকল,
নিরাশ-অনলে হরি' পলেপল
পরশ হয়েছে ছাই ।

যোর নয়ন ভূষিত, পরাণ আকুল,
কেমনে তোমাতে পাই ।

কিরণ আঁচায় হ'লে নাত ভূমি,
ভূমি যে রাবির ঘন ।
চাঁদের-কিরণ যদি কোমল
রটার বিবর্তন ।

অন্যলিঙ্গা মলি মূল্যহীন আঁচায়,
উজ্জল শুভ্র আলোকে আঁচায়,
যদি কোমল আলোকে আঁচায়,
আঁচায় ভূমি পাই ।

আলি নরন ভূমিত, পরাণ আকুল

কেননে তোমারে পাই

তপস্বী হোয়াই নরন

অসিদ্ধ কেই নই

মুখ হুই আই কহিনাক কথা,

তবে তবে গায়ে হই।

গোপনে গোপনে আসি আঁধারীয়ে,

দাঁড়ায়েছি আসি' বরণের তীরে,

অকুল অভলে ভূবে বাব বীরে,

আমার কেহ বে নাই।

হায়, নরন ভূমিত, পরাণ আকুল,

কেননে তোমারে পাই !

যাই তবে, তোমা কি কহিব আর,

ভূমিত হ'বেমো আর !

আঁধি হোয়াই তবু আঁধারী আঁধার

কেননে তোমারে পাই !

বিলম্বিত কহি হুজুয়ায়,

আঁধারে তোমারে আসি বারবার,

মোর নদ

১৩০৮

স্বাধীনতা

ওগো

স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,

আমি

কিন্তু আমিও স্বাধীন হইয়া
আমি স্বাধীন হইয়া

আমি

স্বাধীন হইয়া
স্বাধীন হইয়া স্বাধীন হইয়া
স্বাধীন হইয়া স্বাধীন হইয়া

বেশ

ছুটেছে স্বাধীন, স্বাধীন-স্বাধীন
স্বাধীন হইয়া স্বাধীন হইয়া

ওগো

স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা,—

আমি

স্বাধীন হইয়া স্বাধীন হইয়া
স্বাধীন হইয়া স্বাধীন হইয়া

বোর

স্বাধীন হইয়া স্বাধীন হইয়া
স্বাধীন হইয়া স্বাধীন হইয়া

যেব এলাকায় রয়েছে মিলি
বিহীন জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত
সামান্যতার কারণে

আমি এ দেশে জীবন যাপন করছি
আমাদের সমাজের মিলি
এই দেশের মানুষের

ওপরে জোরপূর্ব্বকভাবে
হুমকি শাসন, কঠোর দায়ে
যদি কেবলি ছুঁতে পারি।

যোরে সিন্ধুতে হেঁচা জব্বরের পাশে
বসিবার স্থান দাও।
এই দেশের মানুষের

১৯ মে, ১৯০৮।

কেসে হৃদয়ে দগ্ধ হইল অতীত কালে,
কাঁদতে ভবে বার হত্যাশে।
অনিষ্ট জ্যোতস্বার হৃদয়ে জ্বল জ্বল,
দুঃখের দাগ তাই হইল অতীত।

ওগো কিরণ-বাহিনী তুমি অতীতের দ্বিগুণ
আজি এস জেগে উঠে পুরুষের।
স্নিকচ কলসের জল দিয়ে আঁধার
নীতবে আর করে জলধার।

আজি মিথিলে কায় 'মেঘ জ্বলন্ত স্যানি'
গরজি' জেগে বার আকাশে।
বিজুলি করে জ্বল জ্বল, বেগিছে অমিবার,
তারকা ভূবে বার হত্যাশে।

ওগো যশসের কলসী আজি অতীতের জ্বল
একটি মিলি জ্বলন্ত জিহবায়।
অবাধি অবাধি জ্বল, অকারণে জ্বল হালে,
বান্দী-মেঘের অতীত হলে।

৩৭. আমাবি

আমাবি

আমাবি

আমাবি

তবে বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

বিবাহ

প্রজাপতি

উড়ি

হৃদয়

প্রতিটি

পিক

সে

কুহু

স্বপ্ন

স্বপ্ন

স্বপ্ন

কখনও কখনও নীরব হুনি

তাই সে অনাব দীপে বাণ দিল বীরে বীরে,
ভালিমান সে নাহি, বাহি, অসম্মান !

আমার কখনও তোমার আনন্দময়ী
কখনও কখনও নহয় !

আমি কেন নাহি আমি কাছে,
কেন থাকি দাঁড়াইয়া গ্রে ?
তুমি কি হইবে পর, আমি হইবে বর বর,
কেন বোরে নাহি ডাক পুরাতন গ্রে ?

আমি কেন নাহি কিংবা গ্রে ?
প্রাণে কত মিলাইলে আলো !
কাছে হেঁসে হুল করে' কেন বস অনাবরে
চলে যাও আমি আমি' মোর ভালবাসা !

18

आचार्य विद्यादास

आचार्य विद्यादास,
आचार्य विद्यादास

विद्यादास

आचार्य विद्यादास, विद्यादास

विद्यादास, १८८५

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

विद्यादास

কল্পনা ।

লো কল্পনে, আর সখি এ মধু-উষার,
যৌবন-কালের সুস্বাদু-সুস্বাদু
সাজা'রে ক'রিলে ক'রিলে সুস্বাদু
বীণা ল'রে গা'র গান আচ্ছিন্ন তোর মনে ।
তুই মোর প্রাণের রাণী, লো সুন্দরি,
তুই মোর এ মনোরে সজ্জা করে ধন ।
আর ওলো মনোরমে, দিবা বেশ ধরি',
চরণ-নুপুর-রোলে জুড়াক অরণ ।
নীলবালে চাকি' তরু, পরি' কুলহার,
বাজা'রে কীকণ করে-কুম-কোমল,
আর এই স্বপ্ন প্রাণে জগত মাঝার ;
পশ্চাতে গুটুক তোর শিখিল আঁচল !
আর সখি, তেরে কেন্দ্র হবির আলোকে
জীবনের জীবে জীব্য হানিতে পুঙ্খক ।

লাজমগ্নী ।

ওগো হারে এসে কেন হার সে কিরিয়া

শিখিল আঁচলে আবরি'কার,

পাছে নুপুর বাজে গো কণু কণু তাই

ধীরে পদ ফেলে ধরার গার !

যবে কুলবনে সখি কুলরেণু মাখি'

সুগামাখা জুয়ে গাহে সে গান,

কেন হেরিলে আমারে দূর বনপথে

সকল তাহার মিলায় তান !

ত'র সুধা মাখা সেই অধরের ছার

হাসি রাশি কত বিকশি' উঠে,

কেন আমারে হেরিলে সে যথুর হাসি

নিমেষে লুকার অধর পুটে !

যবে নির্জনে হর আমাকের দেখা

কানন প্রান্তে মিত্তত গাঁকে,

ওগো তখনি তাহার কপোল চ'খানি

রাঙা ছর কেন নিমেষ মাঝে !

১২ই বাঘ, ১৩০৮ ।

সুখাওনা ঘোরে ।

তালবাসি কি না বাসি সুখাওনা ঘোরে,
এসনা আমার কাছে, হৃদয় হারাই পাছে,
চেওনা আমার পানে আকুল অন্তরে ।
নলিনী রবিরে ডাকে ; চন্দ্রমা আকাশে থাকে,
তবুও হৃদয়ে চায় ধরিতে সাগরে ।

আমিত তোমার পানে চাহিনে কখন,—
আশার পরাণ তরে' কেন আস ঘোর তরে,
কণোন্ড তিতছে হার ডালিয়ে নয়ন ।
তাই বলি ফিরে বাও, কেন এত দুখ পাও,
কত হবে বল আর মরম বেদন ।

তালবাসি কিনা মিছে সুখাওনা ঘোরে,
আমার লাগেনা ভাল তোমার রূপের আলো,
দেখাওনা দান আঁখি প্রতি নিশি তোরে ।
নিখিল ও বাহুলতা, বুকতরা ছদি ব্যথা ;
পারে ধরি, আসিওনা বুধা ঘোর তরে ।



देवि ।

Designed by B. Pal, 1911.
 H. S. S. S. S.

Tahila Press.
 CALCUTTA



উষা।

এস এস উষা রাগি ফুল জালা হাতে করি'

ত্রিধিব স্মরিরি,

সুন্দর পদন তলে কণেক পাড়াও দেবি

দিক আলোকরি' :

রজনীর অঙ্ককারে,

সংসারের একধারে,

ধিবাদে বিজন বাসে

ছিলাম বিলীন ;

ভূমি আসিরাহ, তাই

নবীন জীবন পাই'

আবার নূতন স্মরে

বাধিতেছি বীণ।

এস এস উষা রাগি ফুল জালা হাতে করি'

ত্রিধিব স্মরিরি !

ভূমি পাড়াইলে এসে, রাজা পা ছ'খানি চুমি'

প্রসন্ন সমীর

তমা।

বুক বুক বহি' যায়, ফুল রেণু মাখি' গায়

পুলকে অধীর।

তোমার বিশেষ বীরে

চেতনা আসিছে কিরে,

জগৎ পুলকে তাই

মেলি'ছে নয়ন।

অমর প্রকৃত মনে

ছুটে' যায় ফুলবনে,

গুন্ গুন্ রবে করে

তোমার বন্দন।

তোমার অঞ্চল প্রান্তে কোটা মণি কণা সম

ঝলকে শিশির।

রবিরে দেখারে পথ কোথা নিরে যাবে বল

হে স্বর স্মরির,

কোন্ স্বপনের দেশে নামাইবে কুল ডালা

বিধ আলো করি'।

তোমারে ডাকিছে পাখী,

গান গায় থাকি থাকি,

তোমারি আরাতি করে

আঁধ নিশি তোরে।

তবু' সখ্যবন্ধে মোরো সান্নিধ্যনি কিরা ।
 পলি' এ সন্দের সাজে সখিয়ারে বোহিনী সাজে,
 কুহুম-কোমল-কান সান্নিধ্যের বীণা ।
 তলি' সে বীণার তাল হৃদে আজি মনপ্রাণ,
 সকল বাস্তব গুণে সন্দের-সান্নিধ্যনি ।

বুখা মনো বিদ্যাহিত জগতহিত মন,
 সাগরে মিশাতে কারে যে মলী ছুটিয়া বার,
 কান্দে বিদ্যাহিত কহু কখনোনা যতন !
 সাগরে মিলুক নবী, জীবিতা মিশাই হৃদি,
 জগৎ-স্বপন-মোরে গোহানে জীবন :

१२वें वार्षिक, २००१

পাগলিনী ।

ওরে পাগলিনী ঘোরে কই,

কেন করে হোর আঁখিকল ।

কেন এত বিবাদিনী,

কায় করে উদ্ভাদিনী,

কি ব্যথার মূহুর চকল ।

অথবা এ সব কই,

সকলে রয়েছে ঘরে,

পড় পড়ী উছাগে বিকল ।

পাগলিনী কায় হও,

কণেক বিপ্রায় লও,

আছে হেথা হারা স্থলীতল !

হেথা বেথ আত্র পাথে কুহরিছে লিক,

কুল দুকুলের গড়ন পূর্ণ নহে বিক ।

চেয়ে বেথ চারি পাশে

কামল আভর হাসে,

হুখীকল কেনন কোমল ।

সিদ্ধ এই হারাভল,

হুখোভিত বনহল,

পাগলিনী দুহ আঁখিকল ।

দূরে ওই নির্ঝরী,

কল কল মিনাদিনী,

কালকল রাখে হল হল ।

কস এই আভরারে,

আলস লামিবে গারে,

হারাভলে বিহাও অকল ।

কৃষ্ণ শ্যাম, কামিনী শ্যাম কামিনী
 চিনি, কামিনী শ্যাম কামিনী
 হাবিয়ে কামিনী শ্যাম, কামিনী শ্যাম কামিনী
 কে কামিনী শ্যাম কামিনী শ্যাম কামিনী

[illegible]

2-15 OCT 1964

তোমার সে হৃদি-কথা, কুলিরাহি স্বতিস্থ,

কিছুক্ষণে নিশি-কোণে
কিছুক্ষণে নিশি-কোণে
কিছুক্ষণে নিশি-কোণে

চন্দ্রকলিকা-বাসনে, কুলি-কল-কল-কল-কল,

দেখা দিলে-কল-কল-কল-কল-কল,

সে স্বর্ষের দিন গেছে চলে' ।

কিছুক্ষণে নিশি-কোণে, কুলি-কল-কল-কল-কল,

পানী-কল-কল-কল-কল-কল' বলে' ।

কিছুক্ষণে নিশি-কোণে, কুলি-কল-কল-কল-কল,

হিঁফে-কল-কল-কল-কল-কল' ।

১৯৩০ খ্রিঃ
কিছু দাখিল

১৯৩০ খ্রিঃ

১৯৩০ খ্রিঃ

১৯৩০ খ্রিঃ

১৯৩০ খ্রিঃ

১৯৩০ খ্রিঃ

১৯৩০ খ্রিঃ

১৯৩০ খ্রিঃ

১৯৩০ খ্রিঃ

১৯৩০ খ্রিঃ

১৯৩০ খ্রিঃ

আখ্যায়িকা

যাহা কিছু ছিল তেঁও, তেঁওকে দিয়াছি সব,

চলেছি আশিষ দিতে যত্নে সময়ের সনে,

কেলিয়ার র'য়ে ।

আলোক আঁধারে জেতা রেখে নিশি বেধে আলি'

কর'তে চিরকাল, নিশিচয়ই জেতাছি,

হুটিল কুন্দমবলি, জেতাচেন জেতা হল,

অকুল নদীর তীরে ।

তুমি দেখাওলি ইসন্দের কোন বংশের দেশ,

দোহের আঁচলে ঘেরা পড়িলে সোণার বেশ ;

অকুল পাখার পড়ে ডানাইরা মিলে জোরে,

স্বাধীন পড়িলি ।

কোনমতে উঠি'তে চাই, আজি চলিয়াছি ফিরে

কলেমা আখ্যায়িকা ।

তবাই জেমায়ে আজি বসে বসি'কি বালনা

জীবনে জোয়ার ?

কেম আশা দিবে দোহে দিহে জাক করু করে'

সবর দুয়ারি ।

কথা তোমার লাগি কোন বিবাহে সন্ধান বেলা,
পরাণ লইবে তব সন্ধানের পথে বেলা,
ভালোকে মনসে মোর কেন তব দাঁক মোরে,

কুলপ্রসাদ, কুলপ্রসাদ না থাকে,
তোমার কুলের দ্বারিখা তব দাঁক থাকে,
আমিলে আমারে দেখে, আমলি হ'বে মোর

বীরে বীরে, বীরে বীরে, বীরে বীরে

বীরে বীরে, বীরে বীরে

বীরে বীরে, বীরে বীরে

বীরে বীরে, বীরে বীরে

বীরে বীরে, বীরে বীরে

বীরে বীরে, বীরে বীরে

রে যেহিঁনি, কুবচিকি, কুবচিকি, কি ঘিটে নাই

নিমিষ-কিঞ্চিৎকাল

এখনো কি আছে, এখনো কি আছে

যেব ভালবাসা

তোমারি আশার বুনে, তোমারি আশার বুনে

মায়ার বাঁধন তোমারি আশার বুনে ফেল,

বিবাহে বাক্যক বেলা, ভাঙিয়া বিবাহে বেলা,

খেমেছে কে. পদ. ১

তোমার মনকে আমি জানি যে আমার জন্য,
তোমার মনকে আমি জানি যে আমার জন্য,
হুচে গেছে বসন্তের, সারাটা জীবনে আমার
মে পুরানো দিনে
দকখি বিবাহ হলে, সুতরাং, কবি-ভরম,
তোমার মনকে আমি জানি

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "John A. Smith", "John B. Smith", "John C. Smith", "John D. Smith", "John E. Smith", "John F. Smith", "John G. Smith", "John H. Smith", "John I. Smith", "John J. Smith", "John K. Smith", "John L. Smith", "John M. Smith", "John N. Smith", "John O. Smith", "John P. Smith", "John Q. Smith", "John R. Smith", "John S. Smith", "John T. Smith", "John U. Smith", "John V. Smith", "John W. Smith", "John X. Smith", "John Y. Smith", and "John Z. Smith".



স্বপ্নে লো অসিদ্ধাতি আশি ভোর কূলে ।

পাও দেখি একবার প্রেমসিদ্ধি রাধিকার

যে সখীত ভূমিতে লো কামবের মূলে ।

বধনি বাজিছে-দানি, মোহনা উঠিত হাসি,

সে আসি দাঁড়াই হেলা নাহি বনকূলে ।

দ্বিধা অধর কামে রাধা বিনোদিত

মৌল্যে চাঁদ্রি, আর পূর বাজা'রে পার,

অল আশ্রয় হলে আসি একাকিনী,

কলনী ভালাহে মীরে বসিছে ভোমার তীরে

ভাবিত ভ্রমের কথা,—আশিত বামিনী ।

নীলকমল-পত্রি কামবের-সমিধি

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অকমল-পত্রি হলে প্রেমসিদ্ধি-কাম

অসংখ্য কলম কলম কলম-কলম
 নৃকাবেত বীরে বীরে কোকবিরে কোক বীরে
 কলম কলম কলম কলম কলম
 বিতলো বাবিরে কলম কলম কলম কলম কলম
 কলম কলম কলম কলম কলম কলম

হেরিরে সে গেমসীনা ওয়া হারিত,
 কলমে বাবিরে কলম কলম কলম কোকবিরে,
 ওয়া কলম কলম কলম কলম
 বাবিরে কলম কলম কলম কলম কলম
 বাবিরে কলম কলম কলম

কলম কলম কলম কলম কলম
 কলম কলম কলম কলম কলম কলম কলম
 কলম কলম কলম কলম কলম
 কলম কলম কলম কলম কলম কলম কলম
 কলম কলম কলম কলম কলম

উদ্ভাস

গাহলো বহুমে আজি সে প্রেম কাহিনী ।
আমার তানিত্ত প্রাণ, তিনি জোর কল-গান
শান্ত হইবে যদি কাল প্রলেপে প্রোতখিনি ।
নিরাশার পূর্ণ বুক কণতরে গাবে সুখ
বসি এ প্রান্তরে হৃদয় কল্যাণিনি ।

১ম অধ্যায়, ১০০৮ ।



চৌদ্দ-তম পদ্য।

কি কথা বলিল পাখী বল করে বল ?

সিঁদুরে, বরষামনে, বসন্তে কুসুমবনে,

আকাশ ভূমিও মনে,

প্রাণের পানে

কি কথা বলিল পাখী বল করে বল ?

একলা পাখী কখনো কখনো কাঁদে করে,

নিভুতে বিভোল প্রাণে আকাশের পানে

গাহিল করুণ-গুরে, প্রতিধ্বনি বাজে ঘুরে,

করে বুঝি বুক-কাটা শুধু আশ্রয়ল।

কাঁর লাগি এ ঘাটনা বল পাখী বল ?

কাঁদার বিরহে পাখী গলা মাঝিকল ফেল,

কণে-কিরলে কাঁর হোলার মরন গেল।

কে জোবার হয়ে বলে 'তুলা' হয়ে বিরহে ফলে,

তাই বুঝি কেঁদে কেঁদে অনল ফুটবে এল।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

সিঁড়ি'র পদাঙ্ক
আঁতরে গেলো তুমি গেলো তুমি গেলো
আঁতরে গেলো তুমি গেলো তুমি গেলো
তুমি গেলো তুমি গেলো তুমি গেলো !

তোমার পদাঙ্ক
আঁতরে গেলো তুমি গেলো তুমি গেলো
আঁতরে গেলো তুমি গেলো তুমি গেলো
তোমার পদাঙ্ক

আঁতরে গেলো তুমি গেলো তুমি গেলো
আঁতরে গেলো তুমি গেলো তুমি গেলো
তোমার পদাঙ্ক
তোমার পদাঙ্ক

তোমার পদাঙ্ক
তোমার পদাঙ্ক
তোমার পদাঙ্ক
তোমার পদাঙ্ক

তোমার পদাঙ্ক
তোমার পদাঙ্ক

五、

ভূ-সম্পদে গান।

ଆଦି ନିମି ଅବସାନ, କାହିଁ କାନ୍ଦେ ଶ୍ରୀମ

সেত এলনা এখনো, আকুল নয়ন
ভিষায়ে।

তারি তারিখঃ ১৯/১১/১৯৮৮

五、

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

आदि निधि अवमान... काहे काये आन

बन्धु-सम्बन्ध-संज्ञा

●●●●●

ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲିଫ୍ଟ ସାମାଜିକ ସେବା

1994

আজি নিশি অসীম, ভাই ভাইয়ে আশ

বাঁধি বাঁধিয়ে কাঁধে দেহে কবির আর

আজি নরনের জলে কামিছে বিকলে

আজি নিশি অসীম, ভাই ভাইয়ে আশ

সেই ভাই ভাইয়ে আশ

কেন ভাই ভাইয়ে আশ

উষা

চাঁদিনী নিশি কি ফিরিবেলা আর,
পা'বলা কি দেখা এ জনমে তা'র,
পথে যেতে কেঁদে কি ধুইবে আর

নিরাশে।

আজি নিশি অবসান, তাই কাঁদে প্রাণ

হতাশে।

৯ই জানুয়ারি, ১৩০০।



উমা।

শিক্তীয়ে ।

আমার প্রাণের মর্মে মলি যে সঙ্গীত বাজে,
 কেমনে গো শুনিব তাহার ।
 দিবানিশি নিবহর উঠিছে সে গীতধর,
 কারে যেন ডাকে আরে আর ।
 আকাশের কোণে নদী, আমি তীরে একা বসি,
 নীল সিন্ধু নাড়িছে মস্তকে,
 এক থানি ছোটতরী গাণবুকে বায়ু ধরি
 ভেসে আসে সবুজে বক —
 কই সে আসিল মোর, নিলি হারে আসে কোর,
 ধীরে আসে তার ডেউ গুলি !
 কেমনে বাইব ফিরে একেলা নয়ন নীরে,
 কেমনে সে মুখ থানি কুলি !
 মনে করি কুলি তা'রে, এ পরাণ নাহি পারে,
 সে বিহনে শুক্ল সব টাই ।
 তার ছবি ধীরে আসে, হাঁড়ার মরম পালে,
 অগতের সখি কুলে বাই ।

কবির সেই কবিতা

ইব খানি কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

কবিতা

বিবর্তন-শক্তি

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা

পশ্চিম পন্থে

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা

[illegible]

আজি সেগো, কানখা জাহে বা কেমনে,
কানে আঁচ, কহে পেরিন্দা ময়নে,
করা বড়বড়, কহে কহে আজি
কানখা জাহে বা কেমনে,
কহিলে কহিলে কহিলে কহিলে,
বরষা ধায়ছে বর বর বর,
বরষার দ্যাখা হ'লনাও বলা
ধিয়েসে জাহেতে আর ।

আজিও কিছু কাজ নেই।

কিন্তু আমি জানি যে

কিছু কিছু কাজ আছে

কিন্তু আমি জানি যে

কিছু কিছু কাজ আছে

কিন্তু আমি জানি যে

কিছু কিছু কাজ আছে

কেন এনেছি কাননে ?

আজি আমি জানি যে

কিছু কিছু কাজ আছে

কিন্তু আমি জানি যে

কিছু কিছু কাজ আছে

কিন্তু আমি জানি যে

কিছু কিছু কাজ আছে

কিন্তু আমি জানি যে

কিছু কিছু কাজ আছে

RECEIVED

बहु विधा भोजन

1990

তারিখ: ১৯৮০/০৫/০৫

দরয়া-নিমীতথ নিম্ন-পবনে,

241 0000



১১।

বরষা বরষা হায়া

অগ্নি কোথা কোথা

বিহঙ্গম পাখি পাখি

চন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র

আমিষ্ট ভিক্ষু ভিক্ষু

শুভ বরষা বরষা

বরষা বরষা বরষা

অগ্নি কোথা কোথা

এমন দিনে যা জানি আমি

কেমনে আছি একা

যত বায়ু বহিরা যায়

সোদামিনী আকাশ যায়

আঁকিরা যায় নিশের কল

অরিমহা কোথা

এমন দিনে যা জানি আমি

কেমনে আছি একা

একেলা আজি সিকন বাসে

রয়েছি গুরুকর্তব্য।

বাদর যেন পাইব নিশি

চেতনা পেরে যাব নিশি

জোয়ার পেরে যাব নিশি

পড়িবে গুরুকর্তব্য

একেলা আজি সিকন বাসে

রয়েছি গুরুকর্তব্য

কদর মাঝে এসে গো আজি

কদরমাণি মোর।

বাকুল প্রাণ তোমার তরে,

কপোল বহি' অগ্র করে,

বিফলে আজি বরষা নিশি

হবেকি পথি মোর।

কদর মাঝে এসে গো আজি

কদরমাণি মোর।

১৪ই শ্রাবণ, ১৩০৮

চন্দ্রসিংহ, ১।

আজি

কত

আজি

কতকত কতকত কতকত

কতকত কতকত কতকত

নিবন্ধন করি কতকত কতকত

পাঠ করি কতকত কতকত

কতকত কতকত কতকত

কতকত কতকত কতকত

কতকত কতকত কতকত

কতকত কতকত কতকত

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

SECRET

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

১৭

दवि

बसि

100-443887-100

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

তুমি ও আমি ।

আলোকিত নদিনি তেমনি আমারে,
 বোকনি আমারি পান ?
 তোমারি লালিত্য কত যে আকুল আগ !
 তুমি কি স্বপনে নব-দৌবনে,
 ক্রম কলয়ে, সুখ নয়নে,
 ডাকনি কখন প্রিয় সহচরে,
 বয়েনি নরন গল ?
 তবে তুমি মোরে কেমনে বুঝিবে বল !

আমি নহি সেই প্রথম-প্রভাতে
 পূরবে হৃদয়ী জোয়,
 নরনে-তখনো আচরকি স্বপ্নের ঘোর ;—
 চাহি পুরুষোত্তম, একই জোয়া নাই,
 আলোর অস্তরঙ্গ পথ পানে নাই,
 বালিকার কোল-তোমারের দেখিছ
 একেবারে পনের আবেশ
 সে দিনের কথা স্মৃতিতে জ্বলবে বাজে !

যতনে জীবিত কোথারে করি
 জীবিত বিজ্ঞান করে,
 সুপথোপায়ে পথ, পথের সোহাগে করে !
 সব বসন্ত হয়ে গেল বসন্ত,
 বিহীন বিহীন কত দিন যায়,
 আদ্যোপায়ে পথের সোহাগে
 গাহিল সবীর-গান ।
 তোমার পথের পালোকে, কান কান ?

কতদিন গেছে, কতদিন গেছে !
 তোমার কান কান,
 কত জীবিত সাধিতা জীবিত সাধে !
 জীবিত জীবিত বেবেজি যতনে,
 কি জীবিত লেখা জীবিত জীবনে,
 জীবিত জীবিত জীবিত জীবনে,
 চিনেছি জীবিতের মই !
 জীবিত জীবিত চিনেছি জীবিতের মই !

উদ্ভাস

হৃদয়ে সঞ্চারিত কি প্রাণের স্রোত
সকলি প্রাণের স্রোত
তুমিই প্রাণের স্রোত
আমার প্রাণের স্রোতে নাই,
তুমিই প্রাণের স্রোত
কি প্রাণের স্রোত
সকলি প্রাণের স্রোত
আজিও প্রাণের স্রোত প্রাণের স্রোত ?

২০শে আশ্বিন, ১৩৩৮

42

উষা

তোমার ছাতি' রহিতে যাবি,

যাতনা কত করেছি !

জীবন-ভোক' হৃদীর্ঘ-নিম

করেছি ।

আনি ঠাণ্ডা' হোমারে বই

আনি না ।

তুইই মোর' জীবন-ভোর,—

পরের কথা মানি না ।

মিথ্য ছাড়া, কত না কথা,

আবেগ করে

চলিয়া যাব, ফিরে না চাও

নিমেষ তরে !

রয়েছ তুলি', কুহুম তুলি'

মালিকা অগ্নি আনি না ।

আমিত নই হোমারে বই

আনি না ।

কত না কথা, কত না কথা

করেছি ।

কেননা কখন' যত্ন-হবে

কত কি কথা করেছি ।

ବାସାବ ବାସି, ତାହା କି ନାହିଁ
କହଇ କାହିଁ,

କାହିଁକି ଦେଖିବ, ନାହିଁକି ଦେଖିବ
କାହିଁକି ଦେଖିବେ ?

ଦେଖିବା ବାସି, କିମ୍ବା ବାସି,
କିମ୍ବା କିମ୍ବା ?

କହଇ କାହିଁ କହଇ କାହିଁ,
କାହିଁକି ଦେଖିବେ ?

କାହିଁକି ନାନ, କାହିଁକି ନାନ
କାହିଁକି ?

କାହିଁକି ନାନ, କାହିଁକି ନାନ
କାହିଁକି ?

କାହିଁକି ନାନ, କାହିଁକି ନାନ
କାହିଁକି ?

କାହିଁକି ନାନ, କାହିଁକି ନାନ
କାହିଁକି ?

କାହିଁକି ନାନ, କାହିଁକି ନାନ
କାହିଁକି ?

କାହିଁକି ନାନ, କାହିଁକି ନାନ
କାହିଁକି ?

କାହିଁକି ନାନ, କାହିଁକି ନାନ
କାହିଁକି ?



স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের কথা

স্বপ্নের কথা

স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের কথা

স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের কথা

স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের কথা

স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের কথা

স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের কথা

আমি তোমাকে লক্ষ্য করি, তোমাকে লক্ষ্য করি।

আমি কত যে তোমাকে লক্ষ্য করি, কত যে তোমাকে লক্ষ্য করি,

তোমাকে লক্ষ্য করি।

আমি তোমাকে লক্ষ্য করি।

তোমাকে লক্ষ্য করি।

তোমাকে লক্ষ্য করি।

স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের কথা

স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের কথা

স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের কথা

স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের কথা

তুমি তোমাকে লক্ষ্য করি, আমি তোমাকে লক্ষ্য করি।

আমি কত সাধিলা তোমাকে লক্ষ্য করি, কত সাধিলা তোমাকে লক্ষ্য করি,

তোমাকে লক্ষ্য করি।

তুমি তোমাকে লক্ষ্য করি।

হুমায়ুন,

হেমন্ত ।

হেমন্ত এসেছে ক'রি উজলি' প্রান্তর বাগি
জুগুপস করে,
বিহগ গাহি'ছে গান, উত্তি'ছে মধুর তান,
কানন মাঝে ।

হেমন্ত এসেছে তবে
কুতন'ড়ে সন্তান সবে,
ছুটিমা'ড়ে লগৌরবে
আপন কাঁজে ।

বস্ত্র মাতা বসন্তুনি, লক্ষ্মীস্বরূপিনী ভূমি
জগৎ মাঝে ।

হেমন্ত এসেছে ধারে বন-বাগ ল'য়ে ভারে
তোমারি তরে ।

বেধ বা, তনয় মল দু'হে'ছে নয়নজল
হরষ তরে ।

উষা।

কুমি বসন্তা আসি,

অপুর্ণ মেঘময়ী,

কানন পদম গুণ

বসন্ত পরে,

লভিবে তোমার দাঁ,

তাই হবে গাহে গান,

ছুরি, গুণে।

সোনার অলংকারি

সংসার সুকৃতান্তি

সজিয়ে পলে,

আজি দাঁড়ায়েছি তাম

আলোককিরি বিধবুনি

গুণম কলো

কুমি বসন্তা চিরদিন,

এই জন্মের সীম,

অবন পূর্ণা দাঁ

উপর ফলে,

অন দাঁড়ায়ে যের,

মুখে মাও যের করে

সরল জলে।

কে কোথা আছিল বল

কুচিত বসন্তা বল,

আর না হবে,

মাঘের অকল তরা

যন দাঁ, আজি তোরা

নিরে যা হবে।



স্বদেশীয় একজন, ক

কোম্পানীর প্রধান,

কলকাতা, ১৯০৮

স্বদেশীয় একজন,

নমোদন: বঙ্গভূমি

স্বদেশীয় একজন, ক

কোম্পানীর প্রধান,

কলকাতা, ১৯০৮

স্বদেশীয় একজন, ক

কোম্পানীর প্রধান,

কলকাতা, ১৯০৮

স্বদেশীয় একজন, ক

কোম্পানীর প্রধান,

কলকাতা, ১৯০৮

স্বদেশীয় একজন, ক

কোম্পানীর প্রধান,

কলকাতা, ১৯০৮

স্বদেশীয় একজন, ক

কোম্পানীর প্রধান,

কলকাতা, ১৯০৮

স্বদেশীয় একজন, ক

কোম্পানীর প্রধান,

কলকাতা, ১৯০৮

কিন্তু তুমিই আমার
কিন্তু তুমিই আমার
কিন্তু তুমিই আমার
কিন্তু তুমিই আমার

কিন্তু তুমিই আমার

দিন যায় চি'ন চি'ন, কিন্তু তুমিই উষ্ম হাসে,
যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে, যদি হাসে খিঁচি'লে
যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে

যদি হাসে খিঁচি'লে



সে আর এলনা ফিরে, যোন্না জানি অশ্রুনায়ে,

সরণ বিহীন।

বই কিসে এসে ওহ

জানিবিহীন!

অশ্রু ফুটে আঁখি পাতে, গৃহ দেবতার সাথে

সাধের বসন,

মোরা ভাগ্যবতী মাঝে —জদরে যে শেল বাজে,—

নি'ছ বিসঙ্গীন!

গত বয়ে আছো সেত ছিল,

কে তাহারে কোথা ডেকে নিগ,

ফিরেত এলনা আর, শুধু মুখখানি তা'র

পড়ে আছি মনে!

সে বিন আনিল একা,

গেল তা'র সনে।

অক নিশি বিস্ময়ের তি কাল আসিল ঘরে,

নিরে গেল তা'রে,—

পায়ে ধরি' ক'বিলাম, কত তা'রে সাধিলাম

লুটি' গৃহ-ঘারে।

~~স্বপ্ন~~

বহাযুগে আকাশের গা
আপ পাখী উড়ে গেলে, তা'র
কে বল ধরিতে পারে, অন্ধকারে ডাক তা'রে
কিহিউকো আর।
এ যে স্বপ্নের দেশ,
অনিভা সন্ধ্যার।

কাদি গোপ লুনা মনে, কর অশ্রু হ'নমনে,
ছাড়ে বাত ডোর।
আশ্রুক রজনী খে'য়ে, দিক এ দূরত্ব চে'য়ে
অককরি খোর।
আমার যা' আহিয়া রজন,
নিরাশ্রিত তা'রে বিদায়ন,
সে আমার গেছে চলে, পুরে চাই অশ্রুজলে,
বিশুক বদান।
ভেবে অশ্রু নাহি পাই
এ কি এ প্রাণনা।

১লা অক্টোবর, ১৩০৮

বাধা ।

ওমো দিরাহান, পকরে চল,
 মিছে হেপা কাঁদিয়া কি ফল ।
 সেত লো গিরাছে চল, কঠোর-চরণে মলি
 হোমার ও হুদয়-কমল ।
 যবুনা' বহিছে দাঁতে, হোমার নরন ভীরে
 তপ্ত আজি সে-বারি লাভল ।
 কত আর একাবিনী রবে হেথা, বিরহিনি,
 হৃদে ল'রে হুঃস্থ বেদনা ।
 কাজ নাই ফিরে চল, কেন এত দুঃখ বল,
 কে করে হোমার হোমার-বাঁধনা ।
 ওই বেশ তারা ঢাকা কদম্বের ডালে,
 ময়ূরী নাচেন আর তালে তালে তালে ;
 কোকিল বকুল মাঝে কুহ'কুহ' মধি ডাকে
 গুপ্ত-বাঁকি পাতিল অহিলে ।
 বধূনা আরম্ভিলে কৈদে কদম্বনে চলে,
 ডেউগুলি হুঃবে ভেঙ্গে বাঁধ ;
 বদলী বাঁধেনা আর, হুঃবেই রব তার
 ডাকে নাই লো দাঁধিকা আর ।

জা'রে নাই...
 এখন রে...
 চম সবি...
 চেয়ে...
 ধরে...
 বসি...
 সেই...
 তার...
 পা...
 দে...

প্রা...
 ব্য...
 সেই...
 তার...
 দুই...
 নি...
 দুই...
 ক...
 হেরি...
 ম...

৩৩৩

করমি লো,
লিখে রাখ দ্বি মাথা এ বসন্ত নায়ে
কালো অতি কঠিন নিধর,
বুঝিরাছি তাহার মর্ম

১৭ই বৈশাখ, ১৩০৮।

দ্বারদেশে

ভোমারে খুঁজিছি কলকলসে বোমের বেশে

নয়নের জলে,—

এসেছি প্রাণের বাবে, বণে আছি হেথা

বিল ছায়াতলে।

কানিনা গো কোন্ আশে স্বপ্ন আনন্দে ভাগে,

হয়েছ পতান ঘোর

বল কোন্‌ ছনে।

চলু চলু অঁখি হুঁটি আদিল মুদিয়ে,—

ল'রে স্বপ্নগার

কে তুমি দাঁড়া'লে এসে স্বপনের রাশি

শিররে আমরে।

অনিল বদন পরা, ত'না'নে ঘোহ ভরা,

প্রণয় কুহুমে গীথা

কণ্ঠে ফুলহার।

ধীরে ধীরে ধরি' মোর মনোবীণাখানি

দিলে গো ফকার।

কত স্বপ্নের গীত উঠিল জাগিরা

চুমি' প্রতিভার।

দেই হুঁরে গাধার দিক,

কোছনার কাসে দিক,

করক করক।

আবির-এ-দেহ-এ-খারিনা বাজাতে

ও বরকত-এ-দেহ-এ-খারিনা

পাখী-এ-দেহ-এ-খারিনা বাজাতে

অপূর্ণ পূর্ণক-এ-দেহ-এ-খারিনা বাজাতে

হৃদ-এ-দেহ-এ-খারিনা বাজাতে

নগর-এ-দেহ-এ-খারিনা বাজাতে

আমি ভগ্ন-এ-দেহ-এ-খারিনা বাজাতে

চলিয়া-এ-দেহ-এ-খারিনা

পদ-এ-দেহ-এ-খারিনা

১৯০৮

বসন্ত গোধি

(বেঙ্গল)

এবার বসন্ত গোধি,

আসিলনা সে আমার ।

দুল ফুটে করে' বেল,

কাজিলনা দানি ডা'র

কা'র জাতি' পুহুতোশে

চিহ্ন বলি' আনমনে,

কোকিল কাদিয়ে গেল,

কুকাইল কলহের

কা'র আশে চিহ্ন বলি',

পড়াগের ধান জলি

মরমে মরিয়া গেল,

হিঁফে গেছে বীণাতার

এমন বসন্ত গোধি,

আসিলনা সে আমার ।

আমি নো ডাহার তপে

বেখেছিহু সখিকরে

জ্বলত আলনে জোরে

বসন্তের দুলতার

আমার গরাণ্ডি
চুরি করে' ধীরে ধীরে
আসি বলে গেল চলি,

কিরে কই এল আবার !

বসন্ত ফুরিয়ে গেল,

কোথা সখি সে আবার !

বৃথা সেই বক্ত আশা,

বৃথা এত তলিবাসা,

বৃথা সাজাটু সখি

ফুলদানে গৃহ বার !

যিহে সেই তা'র হাানে

চেয়ে, আজি পথ পানে,

কে মোর মুছাবে বল

স্বপ্নের অলধার !

সখিলো, বসন্ত গেল,

আসিলনা সে আবার !

১২শে ফেব্রুয়ারি, ১৩০৮ ।

চুঃখে শান্তি ।

সারাদিন আঁচি বসে চাটিয়া তোমার লখ,
আসিলেনা তুমি ।

পাতাল দিরাঙে চলি, যথাক্রমে রৌদ্রতাপে
তল বনকুহি ।

কামল পরন কোলে তুমি কুলমালা গলে
শান্তি আশে বাসিতের যথা বিনয়ান,
একটি সুখের রেখা কত কি দিরাঙে দেখা,
হঃহঃ কি জীবনের শান্তি অবলান ?

আমি দেখা দিল্লহরে কুহিত তোমারি তরে,
বাকুল পরাণ ।

তবু রাঁধি ভেঙ্গে আসে হারানিত কুজমাঝে
তনি' শিকতাম ।

ভূমিত হ'লেনা ঘোর, অশ্রুজলে আঁচি তাই
আসিলে নয়ন ।

তবুই তোমারি তরে দিরাঙা-বাঁধার মাঝে
কাটাছ জীবন ।



তবু তব সুখপানে চেয়ে থেকে এ পরানে

হৃদয়-আশা ক'রে আসবে যে দূর পেরেছি

তোমার হাসির কোলে নরন-কমল-দলে,

তোমার রে অভিযানে যে দূর পেরেছি,—

তুমি তাহা প্রেমিলে, লি জ্বলন্ত পাইলেনা,

আর কি কখন

বুঝিতে পারিলে মনে, অজস্র এ জীবনে

প্রেমের হৃদয়ন।

তোমার ও ভালবাসা দ্বিগুণ দাঁড়ি মোরে,

বুঝিয়াছি তাহা।

তোমার হৃদয় যাকি কি ভালনা মদা-ভাগে,

বুঝিয়াছি তাহা।

তুমি কি বুঝেছ মোরে, বেবেছ বারেক তরে

আমার ও জীবনের পরাণের আশা

বেবেছ কি আজি তুমি, অনন্ত এ বিশ্বতুমি

ছেয়ে আছে মোর হৃদয়ের ভালবাসা!

আমার এ প্রাণ প্রাণ তোমারিতে পেয়েছে তৃপ্তি

নরনের অঙ্গে।

সুখ-পাতি কোথা বিকে, কত কি কেনেছ তুমি

প্রেম কাঁপে মলে!

সহসা নরম হেলি' অসত কিরণ-রাশি

দেখিতু বধন,

চিরদিন সে আলোকে বেলি' অরব' কাছে

তাবিশু করন ।

কোথা হ'তে কেব' আসি' চাকিল কিরণ-রাশি,

বীরে বীরে মিশে গেল বদন কলমে ।

অকস্মাৎ অকস্মাৎ হুই' বেহু একেবারে,

নিরাশা-বিহীন আছি বেলিতে আঁধারে ।

তবু এ পরাণ মোর হুই' বীরে আঁধার

প্রাণিতেরে পান,

ধর সে জিমির ভেসি' তোমারি উল্লেখে আছি

উল্লেখে কান ।

তবুও হুমিই মোর অবিচল অবতারা

আছি সে আঁধারে,

তোমারি আলোকে আনি স্তম্ভিত পথ হুঁজি'

পেরেছি পাখারে ।

এ কররে আঁকিরাছি, শতরূপে বেধিরাছি

কুর্তি তোমার,

অজিও মুক্তিগো তা'র অর্থ বি'ছি রাজ্য পায়

জীবন আমার ।

তুমি।

তুমি কি সত্যক প্রাণে আরেক কাহার পানে

চোরেছ কখন ?

আমি ভব-বুধ পানে চিরদিন চোরে আছি

ভূমিত কারন।

আঁখার মিলনে ভগ্নো আঁখার আঁখি বুঝা যায়,

তুপি নাই তায়।

বিরহের অক্ষ বিনা প্রেমের মিলনে কিগো

বুধ কেহ পায়।

আমি দেখে কাঁপিতেছি,

এ আঁখন বাপিতেছি

তোমারি বিহনে এই পারোদিনমান।

তবু ও মোহিনী সাজে,

তোমার হাসির মাঝে,

হ'চারিটি কথা শুনি, হেরি' ও বয়ান,

যে মুখ পেয়েছি প্রাণে, কতু কি পেয়েছ তুমি

কপণের করে ?

হোক এ বৃন্দন শুধু, তবু কত পান গাই

আঁখলের করে।

২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮।

2011

আজি কিগো ছেড়ে দাবে নীলারে আমারে ?

59

উদ্ভাস

নিত্য তব নব শোভা হেরিবে ময়ন।

কভু তুমি বীণা কোলে শুভ্র পুষ্প মালা গলে

বসিবে শরদ রাতে উজ্জলি' কানন।

বসন্তে উষার কোলে হেরিব কুসুম-দলে

কুল-লতিকার মাঝে মূর্তি তোমার।

কত নব নব শোভা হৃদি প্রাণ মনোলোভা

হেরিবে জনর মোর, হে দেবী জামার !

৩রা আশ্বিন, ১৩০৮।



उकताती ।

Dr. B. Pal, 1935
Calcutta

Tuhita Press,
Calcutta.

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
VOLUME
LXXV
PART I
1905
LONDON
PUBLISHED BY THE
INSTITUTE
11, BEDFORD SQUARE, W.C.1
1905

শুকতারা ।

কে তুমি গো হুতবালা, বল কা'র তবে

স্বক নিশি শেষে,

ফুলমালা গয়ে করে কিরিচ আকাশে

সাজি' চাকুবেশে ?

কা'র গলে মালা দিতে ভ্রমিছ ব্যাকুল চিতে

আকাশের কোলে কোলে তারার উদ্দেশে ?

নক্ষত্র নকত তুমি মোর মনে সব

দেখিলে তোমায়,—

স্বরণের রাণী, ভ্রমে প্রণয় পাগিয়া

'সাজি' অমরায়,

দাকন বিরহ জালা জুড়ে ল'রে, দেববালা,

এসেছ দেউতে তব প্রিয় দেবতার !

তোমার কিরণোজ্জ্বল হৃদয়রূপে

ফুটি' শুঠে ফুল,

তোমার কর্ণন লাগি' সারাটি রজনী

ভ্রম প্রহরুল

ছড়া'য়ে কিরণ-ধারা আকাশে চক্ৰমা তারা

চেরে থাকে তোমা'লানে পরাণ আকুল !

তুমি

তুমিত তা'দের পানে চাওনা কখন

নয়নের কোণে,

বসে থাক তারি তরে, সঁপেছ পরাণ

বাহার চরণে।

প্রতিদিন যাও ফিরে

ভাসিয়া নিরাশা-নীরে,

তবু আছ পথ চাছি' তুমিত নয়নে।

আঁখিতে নয়ন জল, করে কুলহার,

মোহিনীর বেশ,

উষার হুয়ার কোলে বসিয়া একেলা

আলুথালু কেশ।

আজি রবি দ্বার খুলে দেখি' তোমা' ধাবে ভুলে,

বন্ধে তুলি' লবে, হবে বিরহের শেষ।

কতই আঁখার নিশি বাপিরাহ তুমি

বিহারে ভাপিয়া,

অনন্ত আকাশ পথে ভ্রমিরাহ কত

তাহার লাগিয়া।

আজি তা'র অকিসারে নিশিনেবে উষাধারে

এলেছ আবার তুমি ব্যাকুলিত হিয়া।

উষা

যে বাহারে ভালবাসে, সে চাহে মিশিয়া

যেতে তা'র সনে ;

তাই তব ছবিখানি মিশে ধীরে ধীরে

প্রভাত গগনে ।

নির্মল উষার আলি কুহুম-কুহুণে সাজি'

মিশা'বে কোমল প্রাণ রবির কিরণে ।

রবির ক্ষময়ে তুমি যাও মিশে তবে

প্রভাতের বেলা,

আমরা মরুতবাসা বৃত্তিতে পারিনা

স্বপ্নের খেলা ।

আমি কতদিনে আর মিশিব ক্ষময়ে তা'র,

কতকাল অলক্ষ্যে রহিব একেলা ।

২৮শে আশ্বিন, ১৩০৭

তুষা।

শেষ আশা ।

উষা হ'য়ে এল শেষ, তাসে দিক আলোকে,
পাখীকুল গান গায় পুলকে ।

বিকশিত ফুলবনে ফুল তুলি' সমতনে
পরা'য়েছিলাম তা'র অলকে ;
তনি' কোকিলের গানে সুমধোর বাখা প্রাণে
চেয়েছিল মুখপানে পুলকে ;—
কোথা সে চলিয়া গেল পলকে ।

রয়েছি জাহাঙ্গীর আশে একা বসি' কাননে,
কত রচিয়াছি গান বতনে ।
একদিন নিশি শেষে আসি' ফুলবালা বেশে
মোরে কেলি' গেল যে সে কেমনে !
আজি সেগো কোন আশে কোন সুখ হোতে তাসে,
মোর শুধু অল' আসে নরনে !
তা'র কিছু নাই কিণো অরণে !

উষা।

বকুল শাখায় পিক ডাকে ওই তিয়াসে,
ফুলগুলি ফুলে পড়ে বাতাসে।
এক। আমি গাঁথি হার, অধিকোপে জলভার,
পাখী কেন গাছে আর আকাশে!
এ কানন ছায়া ভরা, লতিকা কুসুম পরা,
মোর শুধু প্রাণভরা নিরাশে!
বিকলে কি গা'ব গান হতাশে!

এ সঙ্গীতে ভরা মোর পরাণের যাতনা,
এত নহে তৃষাকুল বাসনা।
এই গীত-অশ্রুধার যদি মর্মে পশি' তা'র
জাগার বিন্মত কা'র বেদনা,
অশ্রু আনে চক্রে তা'র,— যুটিবে এ দুঃখভার,
কদরে রবেনা আর কামনা;
সফল হইবে মোর সাধনা।

২ই বৈশাখ, ১৩০২।



* * *

ঘুমাও ঘুমাও ফিরে ছে বীণা আমার !
 তুমি যে পাবনা ছায় প্রকাশিতে মোর বাখা
 মোহনয় বাগিনীতে জাগাইয়া আকুলতা,
 করিতে সন্দেশে তা'র করুণা সঞ্চার !

রাখ বার্থ উল্লাস তোমার,
 থেমে যাক যতেক সঞ্চার ;
 বীণা তুমি ঘুমাও আবার,
 আমি যাই মরণের পার ! *

* কাউলি হইতে সংগৃহীত।

